PRINT

সমকাল

বুয়েটে আন্দোলন স্থগিত, আজ গণশপথ

১১ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

বাইরে আপাতত আন্দোলন স্থগিত। তবে এখনই ক্লাসে ফিরছে না বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ ১০ দফা দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে আজ বুধবার থেকে মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। আজ সকালে বুয়েটের শহীদ মিনারে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সমন্বয়ে এক গণশপথের মাধ্যমে এর ইতি টানবে তারা। একই সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চার্জশিটের ভিত্তিতে অপরাধীদের স্থায়ী বহিস্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত সব ধরনের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণাও দেয় তারা।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র বুয়েটের ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুর রহমান সায়েম আন্দোলনকারীদের পক্ষে এ ঘোষণা দেন।

সায়েম বলেন, বুয়েট প্রশাসনের চলমান তদন্ত প্রক্রিয়া এবং এর দৃশ্যমান অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার সদিচ্ছার প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রেখে আগামীকাল বুধবার (আজ) আমাদের মাঠ পর্যায়ের আন্দোলনের আপাতত ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এদিন আমরা বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা মিলে এক গণশপথে অংশ নেব। গণশপথের মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো।

তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের আন্দোলন তার আপাতত ইতি টানলেও আমরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করব আমাদের দাবি-দাওয়া প্রশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কি-না। এর পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চার্জশিট দাখিলের পর তার ভিত্তিতে অপরাধীদের স্থায়ী বহিস্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোনো রকম একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেবে না। কেননা, খুনিদের সঙ্গে আমরা একাডেমিক কালচার শেয়ার করব না।

বিগত কয়েক দিনে আবরারের লাশকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে আড়ালে-অন্তরালে অনেক স্বার্থান্বেষী সংগঠন তাদের

এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, এসব সংগঠনের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। রাজপথে আমাদের অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করে এসব অপশক্তিকে এই আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কোনো সুযোগ আমরা দিতে চাই না। প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করে তারা। এ জন্য তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ধন্যবাদ জানায়।

গত ৬ অক্টোবর রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির বিষয়ে স্ট্যাটাস দেওয়ার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা শিবিরকর্মী আখ্যা দিয়ে ছয় ঘণ্টা ধরে বেদম পেটায়। এর ফলে তিনি মারা যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় এবং নিরাপত্তার কথা বলে আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানায়।

পরে গত শুক্রবার (১১ অক্টোবর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বৈঠক হয়। সেখানে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের ১০ দফা দাবির বিষয়ে আশ্বস্ত করলেও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নিয়ে দেখা দেয় দ্বিমত। বুয়েট প্রশাসন নির্ধারিত দিনেই পরীক্ষা নিতে চাইছিল। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা চাইছিল তারিখটি পেছানো হোক। বৈঠক শেষে রাত পৌনে ১১টার দিকে বুয়েট শহীদ মিনারের পাদদেশে প্রেস ব্রিফিং করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অবস্থান জানায়। সেখানে তারা তাদের ১০ দফা দাবির মধ্যে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য পাঁচ দাবি মেনে নিলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে একমত হবে বলে ঘোষণা দেয়।

পরদিন তাদের পাঁচ দাবি মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নোটিশ দিলে দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা হতে না দেওয়ার দাবি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা। এর পর তারা গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর এই দু'দিন আন্দোলন শিথিল রেখে ভর্তি পরীক্ষা এবং অভিভাবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। গত মঙ্গলবার ভর্তি পরীক্ষা চলার সময় শিক্ষার্থীরা ফাহাদ হত্যার বিচার দাবিতে ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবকদের গণস্বাক্ষরও নেয়।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com